যুগান্তর

তারিখ ... 30 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা 20 ... কলাম ... 8

নিরাপত্তাহীন ক্যাম্পাস

ঘটছে চুরি, ছিনতাই, এমনকি জিম্মি করে টাকা আদায়ের ঘটনা

আশিফুল ইসলাম মারুফ, *বাকৃবি থেকে*

১১ আগস্ট বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) পার্শ্ববর্তী করিম ভবন এলাকার বাসিন্দা শাকিল নামে এক যুবকের ছুরিকাঘাতে গুরুতর জখম হন পশুপালন অনুষদের ছাত্র মনোয়ারুল ইসলাম নয়ন। তিনি বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এর আগে ১১ মে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেইরি ফার্ম এলাকায় কৃষি অনুষদের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী আশফাক ইসতিয়াক শুভ ও তার বান্ধবীকে ক্যাম্পাসেই ৪ ঘণ্টা আটকে রেখে মোবাইল ফোন নিয়ে নেয় ও ২০ হাজার টাকা মুক্তিপণ আদায় করে ৬-৭ দুর্বৃত্ত।

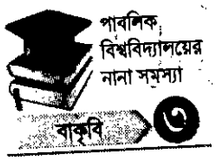

ঘটনার কিছুদিন পর এর সঙ্গে জড়িত ৩ জনকে আটক করে নিরাপত্তা শাখা। ২২ এপ্রিল রাত ৯টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ধূমকেতু ক্লাবের কাছে দু'জনের গলার চেইন ও মোবাইল ছিনতাই হয়। এ ঘটনায় জামাল হোসেন নামের একজনকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

নিরাপত্তাহীন ক্যাম্পাস

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

নিরাপত্তা শাখা। ১০ জানুয়ারি সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেআর মার্কেটসংলগ্ন বেগম রোকেয়া হলের সামনে এক ছাত্রীর মোবাইল ফোন ছিনতাই করার সময় মাহবুব নামের এক যুবক হাতেনাতে ধরা পড়ে।

বাকৃবি ক্যাম্পাসের ভেতরেই বহিরাগতদের হাতে ছিনতাই, যৌন হয়রানি, ছুরিকাঘাত, চুরি এমনকি জিম্মি করে টাকা-পয়সা হাতিয়ে নেয়ার এমন নানা ঘটনার শিকার হচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। বারবার এ ধরনের ঘটনা ঘটার পরও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যথাযথ নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে বলে জানান সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

দুর্বৃত্তদের হাতে ছুরিকাঘাতসহ শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। গত বছর ২১ মে রাতে চাষী ভবনের সামনে কৃষি অনুষদের শেষবর্ষের শিক্ষার্থী মনিফুদ্দোজা সম্রাট দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত হন। হাসপাতালে সম্রাটের অপারেশন করা হয় এবং ৫ দিন চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণে থাকতে হয়। এ ঘটনার প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, ক্যাম্পাসে ছাত্রবেশে বহিরাগতরা বিভিন্ন স্থানে গভীর রাত পর্যন্ত আড্ডা দেয়। বহিরাগত এসব মোটরসাইকেল আরোহী বেপরোয়াভাবে ক্যাম্পাসে ঘোরাফেরা করে। তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নেয়ায় একের পর এক চুরি, ছিনতাই, যৌন হয়রানি এমনকি জিম্মি করে টাকা আদায়ের ঘটনাও ঘটছে। ফলে নিজ ক্যাম্পাসেই চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন শিক্ষার্থীরা।

এ ধরনের ঘটনার শিকার এক শিক্ষার্থী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের দায়িত্বহীনতার পাশাপাশি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষার্থীর ছত্রছায়ায় বহিরাগতরা ক্যাম্পাসে এসে এ ধরনের ঘটনা ঘটানোর সুযোগ পাচ্ছে। দু-একটি ঘটনায় অপরাধীকে আটক করা হলেও পরে মেলে না সুষ্ঠু বিচার। অনেকেই থেকে যায় ধরাছোঁয়ার বাইরে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাগ্রোনোমি ফিল্ড, ফিশ মিউজিয়াম, ডেইরি ফার্ম, রেল লাইন, ধূমকেতু ক্লাব, ব্রহ্মপুত্র নদের পাড় ও জার্ম প্লাজম সেন্টারসহ দর্শনীয় অনেক স্থানে বিকালেও ঘুরতে যেতে ভয় পান বলে জানান অনেক শিক্ষার্থী। অথচ প্রতিটি ঘটনা ঘটার পর 'শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তায় কোনো ঘাটতি নেই' বলে আশ্বাস দেয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা শাখায় প্রধান মহিউদ্দিন হাওলাদার জানান, জনবল সংকট আগেও ছিল, এখনও আছে। তবে তা সমাধানের জন্য পশুপালন অনুষদের অধ্যাপক ড. সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনকে পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়েছে প্রশাসন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতর দিয়ে পাবলিক রাস্তা থাকায় সম্পূর্ণ নিরাপত্তা দেয়া সম্ভব হয় না। এছাড়া আবাসিক এলাকায় প্রায় ৭০০ ইউনিটের বাসা রয়েছে। আর প্রতিটি বাসায় এক বা একাধিক কাজের লোক রয়েছেন। কখনও তারাও নানা অপকর্মে জড়িত হন। তবে সম্প্রতি পরিপাটি পোশাক পরিহিত বেশ কিছু যুবক সুযোগ বুঝে ক্যাম্পাসে অপরাধ করছে।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. একেএম জাকির হোসেন যুগান্তরকে বলেন, ক্যাম্পাসের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে শিগগিরই দু'ধাপে ৬৪টি সিসি ক্যামেরা স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। একটি টেলিফোন নাম্বার থাকবে, যেখানে যে কেউ বিপদে পড়লে তৎক্ষণাৎ ফোন করতে পারেন এবং তা রিসিভ করার জন্য সার্বক্ষণিক লোক থাকবে। নিরাপত্তাকর্মীদের জন্য সম্প্রতি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া কোনো অপরাধীকে ধরতে পারলে কিংবা পালিয়ে গেলে সেখানে দায়িত্বরত নিরাপত্তাকর্মীর জন্য পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে।